ইনকিলাব

তারিখ 10 APR 1997
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে মতবিনিময় সভা

নবগঠিত কমিশনের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে সংশয় প্রকাশ

আবদুল মালেক (৯ এপ্রিল) ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি আঞ্চলিক কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নবগঠিত প্রফেসর শামসুল হক কমিশনের প্রণীতব্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ শামসুল হক এতে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্য প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দীন, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফজলুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক সিনিয়র শিক্ষক কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময়কালে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে বর্তমান শিক্ষা কমিশনের স্বাধীন ক্ষমতা কতটুকু এবং এই কমিশন কর্তৃক প্রণীতব্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার কতটুকু আন্তরিক তা নিশ্চিত হওয়া জরুরী। কারণ অতীতেও অনেক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। সে সময়কার সরকারের আন্তরিকতার অভাবে সেসব শিক্ষানীতি কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাজেই বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে কেবলমাত্র বার বার কমিটি গঠন ও বার বার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উলট-পালট করার কোনো মানে হয় না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর শামসুল হক আশ্বস্ত করে বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকার কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। বাস্তবতার ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। কতিপয় বক্তা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে অধিকাংশ বক্তা বলেন, খুদা কমিশনের শিক্ষানীতি অনেক দিন আগেই কার্যকারিতা হারিয়েছে। সেই বিতর্কিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করার কোন যুক্তি নেই। অধিকাংশ বক্তা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি সংস্কৃতি ও জাতীয় অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সাথে সংগতি রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরামর্শ দেন। তারা বলেন, দেশের সিংগভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে। কাজেই তাদের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। শিক্ষাকে নিরেট পণ্য হিসাবে ছেড়ে না দিয়ে জাতির মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। টেলিভিশনে গাইড ও নোটের বিজ্ঞাপন, শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো, টিউশনি নিষিদ্ধ করা দরকার। বিজ্ঞান শিক্ষা বাজেটভিত্তিক ও ধর্মশিক্ষা সবার জন্যে সমান করা উচিত। এছাড়া শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষেও বক্তাগণ মত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ছাত্র নেতা হিসাবে নয়, ছাত্র হিসাবেই আমরা ছাত্রদের চাই।